পাগলনামা

অজিত রায়

কতদিন পরে বন্ধুরা মিলে রাঁচি বেড়াতে এসেছি।নেতারহাট - বেতলা - চাইবাসা হয়ে সারান্ডায় যাবো। সেইমতোঅ াউটফিট।
তাপস হুট করে ঢুকে বলল, ----খবর শুনেছিস ! কাঁকে থেকে কয়েকশো পাগলউধাও।
সে কী ! কখন হলো ?রাস্তাঘাট নিরাপদ তো ?
তাপস বলল, মিলিটারি নেমে পড়েছে দেখে এলুম। সঙ্গে দড়ি,খাঁচা, শেকল, হাতকড়া। সন্দেহজনক কাকে ছুটতে দেখলেই ধাঁ করে আটকাচ্ছে।
সবেবানাশা !তুই ছুটিসনি তো ? আমরাতাহলে বেবো কেমন করে ?বাসুকে যথেষ্ট পাগলার মতো দেখতে, খ্যাপা - খ্য াপা চুলদাড়ি, চশমা।
দিন কয় আগেও একটা পাগলীর সুইসাইড দেখে এলুমকলকাতায়।বিজলী গ্রীলের গলিতে, ভবানীপুর, রূপচাঁদ মুখা র্জিস্ট্রি টে। চার নম্বর বাড়ির দোতলায়, মাঝরাতে সিলিং থেকে ঝুলেদিয়েছে।
য্যাঃ !তাপস বলল, পাগল আবার গলায় দড়ি দিতে যাবে কেন ? তুই ঢপ দিচ্ছিস।
মাইরি বলছি। পাশেই ছোড়দির বাড়ি। ছোড়দি দেখে এসেবলল, দেখি সবাই খুশি। খুব জ্বালিয়েছে অ্যাদ্দিন। যখন - তখন খিস্তি, ন্যাংটো বসে থাকতো কলতলায়। মরেছে বেশহয়েছে।
দিদি কিন্তু খুশি নয়। লাশ দেখে ফেরা চোখ, রাত্তিরে ঘুমহয় না। জামাইবাবুর নাইট শিফট,আমাকে বলল পাশে শুতে। আমি আর বুম্বা দু পাশে, মাঝে দিদি। তখন ফেরকথাটা তুলল, জানিস গলায় জরিপাকানো শাড়ির পাড়,ন্যাংটো পাখা থেকেঝুলছে। ভাবলেই আমার হাত - পা ঠান্ডা হয়ে আসছে। উঃ, ভুলতে পারছি না।
রঞ্জন বলল, পাগলীটা তা -লে সেয়ানা ছিল। সুইসাইডেরটেকনিক, দড়ি, পাখা এসব জানতো ।পড়াশোনা জানাপালী ? খবরের কাগজ পড়ত ?
ধ্যুস !

প্যাকেজের পয়লা ট্যুর মার খেয়ে গেল। আজকের গোটাদিনটা অন্তত বেনো যাবে না। কারন পাগলরা গারদ ভেঙে নেতারহাটেরদিকেই ভেগেছে, দু-চারজনের কাদা - ছাপ পাওয়া গেছে। সেপাহি কুত্তা পেছনেগেছে। যাত্রীবাস বন্ধ, ট্র াক, লরি চেক - নাকায় সার্চ করে করে ছাড়া হচ্ছে।

অতি পাগলামি সেয়ানার লক্ষণ। অমিত বলল, একটাগল্প বলছি তাহলে শান ।আজকের বোরিং ভাবটা কিছু কাটবে। বাধা দিয়ে বলি, ---দ্যাখ, ক-দিন আগে ডরনা মানা হ্যায়দেখতে গিয়ে হেভি বোকা বনেছি। ছ-জন ছেলেমেয়ে যেমন-তেনন ভাবে গ গাছে চড়াচ্ছে। দু - একটা গ কিভাবে যেচড়ল, সেটা বুঝে ওঠার আগেই অন্য গল্প শু। শেষ পর্যন্ত র ামগোপালবর্মাও ইন্ডিয়ান পাবলিককে ভেড়াবানানো শু করল। তোর গল্পটা সেরকম কিছু নয় তো ? তাছাড়া পাগল নিয়ে গল্পযদি বলিস, সে বড়জোর লাগলের প্রলাপ, ও শুনতে আমরা রাজি নই।

অমিত হেসে বলল, মামদো মামটা ছিল অন্য রকমের পাগল। নাশুনলে বুঝবি না।
---শোনা, শোনা। মামদো ভূত না হয়ে পাগল হলো, কী আর করা !নাশুনলে বুঝবি না।
মামদোর হবি ছিল ঘাম সংগ্রহ করা। সরসময় পকেটে টেষ্ট টিউব আর হোমিওপ্যাথিরশিশি নিয়ে ঘুরত। বিশেষত গ্রীষ্মে ওর ঘাম সংগ্রহের বাতিক চূড়ান্তপর্যায়ে যেত। দুস্প্রাপ্য স্বাদের ঘামে ওর পড়ার ঘর ভরে গেছিল। নানাসাইজের বীকার, বোতল শিশি সব বুকসেলফে থরো থরো। বিদেশি ঘাম হলে, সেগুলোফ্রিজে। প্রিজারভেটিভ দিয়ে রাখা।

এমনিতে মামদো মামার কথাবার্তা খুব মজার , সামনে বললেওঠা যায় না। মধ্যে মধ্যে গিয়ে বসি, শুনি। মামদো হয়ত বোতলে লেবেল সাঁটছে।বললুম, কী করছো গো মামা !তোমার থিসিস কতদূর ?

সিগারেটের ফাগ-এন্ড থেকে ছাই ঝরা ঘাম যাতে নষ্টহয়ে না যায়, সযত্নে অ্যসট্রেতে গুঁজে, চোখের ইশারায় চপ্পল বাইরে খুলেঢুকতে বলে। তারপর বসতে।
বসি। মামাকে দেখি। বোতলের ঘাম নাড়িয়ে, গভীরপর্যবেক্ষণ। ফের হাসে, খাতায় নোট লেখে, তারপর আমার দিকে ঘুরতেঘুরতে ক্রমে গম্ভীর।

মুনুষের ঘাম, বুঝেছিস। একটু টাইম তো লাগবেই। ঠিকমতো গরম না পডলে এ কাজ খুব হ্যাপাটিভ। বলতে বলতে পাখার সুইচ অফকরে দেয়, তুই ঘন্টা খানেক আছিস তো ?আজ তোরটা নেবো। ততক্ষণ এই শিশি - বোতলগুলো পড়। এই দ্যাখ, এইবোতলটা দ্যাখ। লেবেলটা পড়। মিস ডারোথি। সদ্য যুবতী। এই চোদ্দ - টোদ্দ,একটি সুন্দরী ঝর্ণা। বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে পুরী বেড়াতে এসেছিল। প্রথম তিনদিন তো পারামিশান পেতেই লেগে গেল। তিন দিনের দিন ছুঁটি দিল।

----তারপর এইটে। সুস্বাস্থ্য। আঠারো। কুমারী।বাবা - মাযের সঙ্গে পূজা দিতে কালীঘাটে ঢুকেছিল। তবে রিসার্চ করে যাপাচ্ছি, দু-চার বার যৌবন ধাক্কা খেয়েছে। সরাসরি বললে, পুষসঙ্গ করেছে। এইমেয়েটা কলকাতার। ফলে সংগ্রহ করতে কষ্ট হয়েছে।

মামদো থামে। কখনো মৃদু হাস্যে দাড়িতে হাত বোলায়। জিবদিয়ে ওপরের ঠোঁটের ঘাম চাখে। চরম পারভার্টেড,নরকের কীট মনেহয়।
তোর অল্পঅল্প বেরোতে লেগেছে। দাঁড়া, টিউব দিচ্ছি।
একটা ছোট্ট টেস্ট টেউব হাতে ধরিয়ে দিল।
এভাবে কত বেশ্যা, মন্ত্রী, সুন্দরী, খেঁদি, ভিকিরি,দিশি-বিদেশি ঘাম। ভাবতে পারিস ?মামদো মামা আজও ঘাম-পাগল।

অমিতের গল্প শেষ হলে আমারা কাঁকের পাগলদের খবরজানতে বাইরে আসি। রাস্তাঘাট প্রায় জনবিরল। শহরের খাঁজে খাঁজেপুলিশ, মিলিটারির ভ্যান। সশস্ত্র আর্মি সর্বত্র ফাঁদ পেতে। বুড়ো, বাখাটে,দাড়িওলা, পাগড়িওলা দেখলেই হাত-গান উচিয়ে ধরছে।
জনৈক বাঙালি মুদির দোকানে সিগারেট খরিদ বাবদ পূর্ণবিবরণ পাই। জানা গেল, পাগলেরা সংখ্যায় একশো সাতান্ন। বেশির ভাগই পুষতবে মহিলা পাগলও দশ - বিশখানা রয়েছে। প্রকৃত রেশিও জানা যায়নি।অ্যাসাইলাম কর্তৃপক্ষ পাগলদের কেস ফাইল উদ্ধারের চেষ্টায়যুদ্ধস্তরে কর্মরত।
পাগলা পালায় কেন ?প্রকর্তা বাসু, যাকে শালানিজেকেই পাগলের মাফিক দেখতে বলল, পাগলরা কি বোঝে কী জন্য পালাচ্ছে ?

বললুম, ভালো খেতে-পরতো পায়না বোধয়। হয়ত ওদেরখাবার গারদ কর্তৃপক্ষ মেরে দিয়েছে। এসব রাজ্যে সবই সম্ভব। দেখলি না,গ-বাছুরের খাবার শালা মুখ্যমন্ত্রী খেয়ে ফেলল। কিন্তু তুই এসব নিয়ে ভাবিস না।তোর মাথাটা খারাপ হলে বিপদ।
না, না ---- বাসু হাত নেড়ে বলল, একবার ভেবে দ্যাখ,একশো সাতান্ন পাগল জঙ্গলের মধ্যে ছুটে যাচ্ছে, নেতারহাটে পৌঁছে সানসেটদেখবে। দৃশ্যটা ভাব ! একশোসাতান্ন টাইপের পাগলা। কেউ পা নাচায়, কেউ হাত নাচায়, কেউমাথা। আর ক্ষণে ক্ষণে চিৎকার --- জল দাও, বাতাস দাও, আগুন দাও,বন্দুক দাও। দৃশ্যটা ভেবে যা শুধু !একশো সাতান্ন খ্যাপার জঙ্গল - তান্ডব। জঙ্গলের বাঘ, ভালুক, হায়েনা, হনিমান থ।রাতচরা প্রাণী, পাকুড়ের বাসিন্দা, বুনো খটশ, ভাম এ জাতীয় হল্লায়ধাতস্থ নয়। ফলে বন্যপ্রাণী ভয়ে সমাকুল। সীনটা ভাবতে পারিস !

খোশ বলেছিস। আমি বললুম, কিন্তু পাগলাগুলো সবাই একসঙ্গেদলবেঁধে একদিকেই পালালো, সেটা ভেবে নিচ্ছিস কেন ? এদিক - ওদিকও তো পালাতে পারে। কেউ হয়তধর, টেগোর হিলে চেপে থাকলো।কেউ রামগড়ের বাস ধরল। ধানবাদ চলে গেল কেউ। মানে, এরমও তো হতেপারে।

হতেই পারে। বাঙালি মুদি এখন আমাদের একমাত্রবিশ্বস্ত সূত্র। বললেন, বহু টেষ্টায় কিছু পাগল ফেরত পাওয়া গেছে বলেশুনলুম। ওরা যে - যার মতন করে দৌড়ে, হেঁটে, নেচে, লাফিয়ে ভেগেছিল।আর সকলে তো নেতারহাট অভিমুখে যায়নি, কেউ কেউ রাঁচিতে লুকিয়েছিল। ওদের খুঁজে পেয়েছে পুলিশ।
কিন্তু প্রশ্ন হলো, এতগুলো পাগল একসঙ্গেউধাও হলো কি করে ? হোলোইবা কেন ?
ও, আসল খবরটা জানেন না দেখছি। বাঙালি মুদি হাসেন,----ওরা তো উধাও হতে চায়নি। ওরা আবার কোন দুঃখে উধাও হবে ! আসলে উধাও হতে বাধ্যহয়েছিল। শুনুন তাহলে। পাগলা গারদের ফোর্থ ক্লাস স্টাফরা বহুদিন যাবতআন্দোলন চালিয়ে আসছিলেন। মাইনে বাড়ানো, ভাতা বাড়ানো এইসব আর-কি।কর্তৃপক্ষ আমল দিচ্ছিলেন না। তখনওরা ধর্মঘটে নামলো। বেশ জোরদারধর্মঘট। প্রশাসন একেবারে কোণঠাসা। গারদে অনিয়ম, অরাজকতা চরমেউঠল। খাবার - দাবার, ওষুধ নিয়ে গোলমাল। পাগলাদের কাছে কিছুই সময় মতপৌঁছয় না। এদিকে ধর্মঘট তুঙ্গে। শেষ ফয়সালার জন্যে কর্মচারীরারাস্তায় নেমেছে। তারা জেনে গেছে তাদের জয় সুনিশ্চিত, কারণপ্রশাসনের হাতে ওভার ফুরিয়ে আসছে। দু-পক্ষই মরিয়া। ফলেপাগলরাও গেল ক্ষেপে

পরের দিন কাগজে বেবার কথা ছিল কর্মচারীদের হরতালপূর্ণত সফল। কিন্তু ছাপা হলো গারদ ভেঙে ১৫৭ পাগল রাতারাতি উধাও।পক্ষান্তরে ধর্মঘটীদের সাফল্যই প্রমাণ পেল বটে, কিন্তু ধর্মঘটসফল হলো কি ? তাদেরচাকরি নিয়ে এবার টানাটানি নিশ্চিত। সে যাক।

জল, ভাত , ডাল আর ওষুধের দাবিতে ১৫৭ পাগল জেগেউঠল। ভাবা যায় ! আজ অব্দিকোন সদর হাসপাতালেদেড়শো গী একসঙ্গে স্ট্রাইকে গেল শোনা যায়নি।অথবা হাসপাতাল বহিষ্কার। ওসব অধিকার ছোটখাটো ডাক্তার আর স্টাফদেরজন্য সংরক্ষিত ।এও যাক।

স্টাফ - ধর্মঘটের সুযোগ নিয়ে ১৫৭ পাগল, নরনারীনির্বিশেষে, রাস্তায় ভিড়ে মিশে গেল। মুহূর্তে কর্তৃপক্ষেরকনট্রোলের বাইরে। দশ- বিশজন, যাদের মাথা তুলনামূলকভাবে একটু বেশিখারাপ, বা মতান্তরে যাদের ভাগ্য ছিল সুপ্রসন্ন, তারা রঁচিরবাজার হাট-রাস্তায় ধরা পড়ল। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলো। এছাড়াএখনও কিছু পাগল, যারা রেল স্টেশন, সাইডিঙে শূন্য ট্রেনে, বা অকেজো বাসের মাথায় অথবা গাছের টঙে,কিংবা লেকের ধারে, ডোরান্ডারচৌরাস্তায় একা একা, ----তারও কালক্রমে খাঁচায় ফিরবে। কিন্তুচিন্তা হলো, যারা ফিরে এল না। বা, নেতারহাটের জঙ্গলের দিকে পালালো।কেননা, নেতারহাট রাজ্যপালের গ্রীষ্মাবাস। সরকার না গারদকর্তৃপক্ষ, কে বেশি ভয় পেয়েছে বোঝা য

াচ্ছে না।

খবরের কাগজ রেডিও টিভি, প্রাইভেট চ্যানেলেআধঘন্টা অন্তর বিশেষ বুলেটিন। সবসুদ্ধু কত খোয়া গেছে, কত ফেরতগেল, এখনও কত বাকি। পাগল বিষয়ক বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালা, কুইজ, বক্তৃতা,টেলিফিল্ম, নাটক। পাগলদের নিয়ে বিশেষ ডকুমেন্টারি, ভাঁড়ার থেকেপুরনো ফিল্ম। মিলাপ, পাগলা কাঁহিকা, বসেরা, ম্যাঁয় পাগল হুঁ,জোয়ার ভাটা ---- ধর্মেন্দ্র শেষ সীনেছেঁড়া জামা-প্যান্টে দৌড়চ্ছে, পেছনে উন্মত্ত জনতা। পাগলের সিরিজপরিবেশিতহচ্ছে দিন জুড়ে। মধ্যে মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন, পুলিশ কমিশনারেরঅশ্বাসবাণী।

সব কি ফেরত মেলে ?যাদের মিলল, দেখা গেল, নথিভুক্ত পাগলদের সঙ্গে নতুন পাগলও ধরা পড়েছে। এছাড়াভবঘুরে, ভিকিরি, ডাইনি, হিপি, বেশ্যা। এমনকী বাস বোঝাই বোল্‌বমেরযাত্রী, দু-একজন। দাড়ি আলখাল্লা-ধারী দের বিশেষ লাঠির গুঁতো খেয়েঢুকে পড়া বাবা শ্রীশ্রী ৫০১। মানতের পুত। শ্রাদ্ধের শোকসন্তপ্ত সন্তান।কোন আইডেন্টিটিই সহজে উদ্ধার হবার নয়। তরপর ধীরে সুস্থেস্নিং করে নাম রেজিষ্ট্রি, ছাঁটাই, গারদে ঢোকতাবার আগে তিনলেভেলের ফাইনাল টেস্ট।

ছোট মাসির সুইডিশ সোনালী মুখ, পেঁয়াজ রঙেরবাহুডোর আজও মনে আছে। শীর্ণ কাঠির দেহ, ছোট্ট মাথা, মাংসহীন, মেদহীন,প্রায় অনগ্রসর স্তন। ওর বরও কে নেয়নি।

দ্বিতীয় বছর থেকে শূন্যতার শু। ছোটমাসি তিন তলারঘরে একা। কথা কমতির দিকে। বরং চোরা ভয়, খুব সন্তর্পণে। কেন যে ভয়, কিসের, ছোটমাসি কাক্কে জানায়নি। মাঝেমধ্যে দেখাযেত বিছানায় বুবে বালিশ চেপে জানালার দিকে এক নাগাড়ে চেয়ে, নীল ধূসরআকাশ, মৃদু মেঘ, পাখিরা নীরবে। ফোঁপানি ভেতর থেকে ঠেলে।
ওর স্বামীর একটু মারহাত্যা নেচার ছিল, ---মানসিকডাক্তারকে বড়মামা, -----আমরাই নিয়ে এসেছি। ওখানে থাকলে ও পাগল হয়ে যেত।

ডাক্তারের মুখ গম্ভীর। আড়াল থেকে গভীর নিরীক্ষাশেষে কাগজ চেয়ে নেন। কলম বের করে বড় বড় খসখস, বহু অচেনা ওষুধ। চায়ে,দুধে মিশিয়ে খাওয়ার পুরিয়া।

আজ যদি বলি ছোট মাসির অ পুষ্ট বুকই ওর বিয়েঅসফল হবার কারণ, বিশ্বাস হবে ?আসলে ও-বাড়ির আর যেসব সধবা, প্রত্যেকে প্ররোচিত স্তনের ফলে অপুষ্টি, শীর্ণতা, অবলুপ্তপ্রায় মাংস ছোটমাসির মগজে ধুলো জমাতেশু করে। দিনক্রমে মাসি আরও গ্ন, ক্ষ, শুকনো লাউডালির মতোল্যাসকানো। আর, ক্ষণে ক্ষণে মাথা খোজায়।

হঠাৎ শুনতে পাই তিনতলার ঘরে ভাঙার শব্দ কিছু। দুদ্দাড়পায়ে সিঁড়ি ভাঙি। ভেতরে ঢুকেই লজ্জায় রাঙা। ছোটমাসি তেরিয়াদাঁড়িয়ে আয়নায় নিজের বুক দেখছে। অবাসা। নিজেকে একাকী, নিঃসঙ্গ, শূন্য ভেবেসোনালী রূপসী কতদিন আয়নার ছবিতে এহেন অবজ্ঞায় দাঁড়িয়ে।

কতদিন পরে বন্ধুরা মিলে রাঁচি বেড়াতে গিয়েছিলুম।পাগলা কান্ডের তিন দিন পরেই আমরা রাঁচি ছেড়ে যাই।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com